

# দশমহাবিদ্যা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪তাল, আপার সারকুলার রোড  
কলিকাতা



# ଦଶମହାବିଦ୍ୟା

[ ୧୮୮୨ ଶ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଏବଂ ଏକାମିତ ]

ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ କାଳିଦାସ



ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ

ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ-ପରିଷଦ

୨୫୩୧, ଆମାର ମାରକୁଲାର ରୋଡ଼,  
କଲିକତା-୬

প্রকাশক  
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়,  
মূল্য বারো আনা

শ্রীনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে  
শ্রীনিরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত  
৭২—৪. ৭. ৫৩

## ভূমিকা

ঠিক 'ব্রহ্মসংহারে'র মত না হইলেও ক্ষুদ্র 'দশমহাবিজ্ঞা' লইয়া বাংলা দেশে তুমুল আলোচনা ও বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। এই চটি কাব্যখানি সম্বন্ধে ভূদেব বঙ্কিম সঞ্জীব চন্দ্রনাথ রামগতি অক্ষয়চন্দ্র এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার অজ্ঞাতনামা লেখকগণ—এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের তৎকালীন প্রধানেরা সকলেই মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, এই আলোচনা ও বিতর্কের অধিকাংশই শ্রীমন্নথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' দ্বিতীয় খণ্ডের ( ১৩২৭ ) ২৮১-৩৬০ পৃষ্ঠায় বিধৃত করিয়া এ যুগের পাঠকদের 'দশমহাবিজ্ঞা'র গূঢ় তাৎপর্য বুঝিবার সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের নিকট লিখিত মনস্বী ভূদেবের পত্রাবলী সর্বাধিক মূল্যবান। বস্তুত, হেমচন্দ্র তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ মতই 'দশমহাবিজ্ঞা' রচনা ও সংস্কার করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহন পরবর্তী কালে ( ১৯১৫, 'বঙ্গবাণী' ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১-১২ ) চমৎকার বিশ্লেষণের দ্বারা 'দশমহাবিজ্ঞা' রচনার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

'ছায়াগময়ী' প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্র অনন্ত নরক-বাদ এবং স্বকীয় বিশ্বাসের মধ্যে এক তুমুল আত্মিক সংগ্রামে পড়িয়া গেলেন। বিশ্বজগতের যবনী অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক একবার প্রকৃত রহস্য কি করিয়া বুঝিয়া লইবেন, সে আশায় আকুল হইলেন। হেমচন্দ্র প্রকৃত মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী; সমগ্র মানব-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে এত ভাবনা ভাবিয়াছেন, আমাদের দেশে এমন কবি আর নাই। এই আকুলতার ফল 'দশমহাবিজ্ঞা'।...এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে এক অদ্বিতীয় বস্তু। উহা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত নহে।...উহা একদিকে খ্রীষ্টীয় নরকবাদের প্রতিবাদ ;

বর্তমান কালে কবি কালিদাস রায় 'দশমহাবিজ্ঞা' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

...এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমবায় হইয়াছে। ইহাতে হেমচন্দ্র প্রচলিত হিন্দু ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদীর্ঘমাত্রায় প্রাকৃত ভাবার হিন্দু প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দোলোকে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।... যদি দশমহাবিজ্ঞার ব্যঙ্গার্থ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এ কাব্যের মর্গ্যতা ঢের বাড়িয়া যায়।

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন—চরাচর শব্দের সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।  
ইহা অবিজ্ঞার মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাশক্তির কি মৃত্যু আছে ?

শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে—কখনও ধ্বংস পায় না। সে শক্তি কখনও রক্তরূপে, কখনও শান্তিরূপে প্রকাশ পায়। যে শক্তি উচ্ছ্বল হইয়া ধ্বংসসাধন করে—সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন করে—... দশমহাবিজ্ঞার এক একটি বিজ্ঞা মহাশক্তির এক একটি রূপেরই রূপক মাত্র। গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন ও এই দশমহাবিজ্ঞার প্রকটন একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে। দুই-ই শোক-মোহের মারা বা অবিজ্ঞার জাল ছেদনের জন্ত। হেমচন্দ্র সচেতন ভাবে এই সত্যটিকে যদি ফুটাইতেন তাহা হইলে সোনার সোহাগা হইত।—‘বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়’, ১ম খণ্ড, ১৩৫৬, পৃ. ১৫০-৫১।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘দশমহাবিজ্ঞা’কে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন—

ভূভাগ্যক্রমে ‘দশমহাবিজ্ঞা’র দর্শন-ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কাব্যের পোষাক-পরিচ্ছদ বড় জাঁকাল ;...রচনার সুর—‘রে সতি রে সতি !’ বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর ; সরল অথচ মর্মভেদী। সূচনা সুন্দর।—কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অবোধা হইয়া উঠে। কবি, নিজ ইচ্ছামত পুরাণের বর্ণনা ভাজিয়াছেন, গড়িয়াছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ত, তাহা বুঝা যায় না।—‘কবি হেমচন্দ্র,’ ২য় সং, পৃ. ৩১।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার জবাব না দিবার ছলে বলিয়াছেন—

‘দশমহাবিজ্ঞা’র কথা লইয়া আমরা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতণ্ডায় গতিব না। বস্তুতঃ, হেমচন্দ্র ‘দশমহাবিজ্ঞা’র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে আমি শাস্ত্রী কথা অথবা চলিত মতের প্রভুত্বের প্রবৃত্ত হই নাই। দশমহাবিজ্ঞার রূপ-বর্ণনায় সকল তত্ত্বও একমত নহেন ; নানা ভাবে নানা ভাবে দশমহাবিজ্ঞার চিত্রসকল অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া চলে না। কাব্যের হিসাবে ‘দশমহাবিজ্ঞা’ বাজালা ভাষায় অপূর্ব সামগ্রী—বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাঢ়।—‘কবি হেমচন্দ্র,’ ‘সাহিত্য’, ১৩১২।

‘দশমহাবিজ্ঞা’ ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দিবার তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ১৮৮২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৪। আখ্যাপত্র এইরূপ :—

দশমহাবিজ্ঞা। গীতিকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।  
“Where shall.....ample range !” Goethe’s *Faust*. কলিকাতা।  
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্জুক বহুবাজারস্থ ২৪৯নং ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২। [All rights reserved.]  
পাঠনির্ণয়ে প্রথম সংস্করণই বিশেষভাবে অনুমৃত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা।

Where shall I grasp thee, infinite Nature, where ?

• • • • •

How all things live and work, and ever blending  
Weave one vast whole from Being's ample range !"

Goethe's *Faust*.



## গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন

ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্দ বিদ্যুস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুরূপ নহে। আপাততঃ ছই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্তরূপ।

সেই সকল ছন্দের অক্ষরযোজনা এবং আবৃত্তির নিয়ম সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যিকতা নাই; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ, কতিপয় ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ছন্দাবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক (—)এইরূপ চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে অন্য দোষের সংশোধন না হউক, সেই সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার এবং পাঠ করিবার সুবিধা হইবে, মনে করিয়াছি।

গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলি সম্বন্ধে এই কয়টি স্থূল কথা মনে রাখা আবশ্যিক—সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট সকল গুরু বর্ণেরই সর্বত্র গুরু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং বাঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেই ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের সর্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটি বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত অকার, হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে, উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল কয়টি গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দ সম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্তর নহে।

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ নিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুরূপ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাঠিয়াছি, শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিত মতের প্রস্তুততার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।

বিদ্বিরগুপ্ত।

অগ্রহায়ণ। ১২৮১ সাল।

}



# দশমহাবিঘ্না

## সতীশূন্য কৈলাস

দীর্ঘ ত্রিপদী

ছিন্ন হইল সতীদেহ,\* শূন্য হৈল শিবগেহ,  
বামদেব বিরসবদন ।  
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,  
অন্ধকার বিঘোর ভুবন ॥  
সতীমুখ-বিভাসিত যে আলোক শোভা দিত,  
পুলকিত কুমুম-কানন ।  
পেয়ে যে কিরণমালা, সূবর্ণ মণি উজালা,  
সে আলোক নহে দরশন ॥  
শুষ্ক কল্লতরু-সারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,  
শূন্যকোল সতীসিংহাসন ।  
নিরুদ্ধ জগত-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভপ্রাণ,  
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন ॥  
নন্দী শুয়ে রেণু'পর, কান্দিছে বৃষভবর,  
প্রাণশূন্য যুগেন্দ্রবাহন ।  
হেরিয়া ত্রিপুরহর, দূরে রাখি বাঘাস্বর,  
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন ॥  
আনন্দ-আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,  
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া ।  
ছুঁড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,  
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া ॥  
মুখে “সতি”—“সতি” স্বর বিনির্গত নিরন্তর,  
দিগন্ত বাহুজ্ঞানহীন ।



## মহাদেবের বিলাপ

দীর্ঘ ভঙ্গিপ্রদী\*

“রে সতি রে সতি,” কান্দিল পশুপতি

পাগল শিব প্রমথেশ ।

যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,

তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,

জগত-নিরূপণ জ্ঞানে ।

ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,

আশ্রমরতি-নিব্বাণে ॥

“রে সতি রে সতি,” কান্দিল পশুপতি,

বিকলিত ক্ষুদ্র পরাণে ।

ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,

আশ্রমরতি-নিব্বাণে ॥

জলনিধি-মন্ডনে, অমৃত উচ্চালিল,

যত সুর বাঁটিল তাহে ।

ভস্ম-ভকত হর, চরষিত অন্তর,

গ্রাসিল গরল প্রবাহে ॥

“রে সতি রে সতি,” কান্দিল পশুপতি,

বিকলিত ক্ষুদ্র পরাণে ।

\* ( — ) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের অণ্ডে স্থিত ‘অ’ উচ্চারিত হইবে ।

## হেমচন্দ্র-প্রহাবলী

ভিক্ষুক বিষধর, হরষিত অন্তর,  
সংসাররতি-নিরবাণে ॥

কারণবারি'পরে হরি কমলাসন  
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে ।

নিষ্কণ ত্রিনয়ন, আহ্লাদে সেহ ক্ষণ,  
শব'পরি আসন মেলে ॥

প্রীত কমলাপতি রতনবর-পাত্রে,  
নরভালে প্রীত গিরীশ ।

পুষ্পকবাহন বাসব সুরপতি,  
বৃষবর-বাহন ঈশ ॥

“রে সতি অরে সতি,” কান্দিল পশুপতি,  
পাগল শিব প্রমথেশ ।

যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,  
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

ভিক্ষুক-আছরম, ঘুচিল অতঃপর,  
তব সহ মেলন শেষ ।

জটধর শঙ্কর, নবসুখ-পাগর,  
পরিশেষ সংসারিবেশ ॥

হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,  
দম্পতী-পরণয়-বাসে

কত সুখে যাঁপন, অহরহ বৎসর,

দক্ষহিতা ছিল পাশে ॥

যোগ-ধরমপর গৃহস্থ-ধরমে

নিমগন এখন শত্ৰু ।

পান-পিয়াসরত সবহি আগম

চারি-বেদ-সাগর-অশু ॥

“রে সতি অরে সতি,” কান্দিল পশুপতি

পাগল প্রমথেশ শত্ৰু ॥

কতবিধ খেলন, মূরতি প্রকটন,

ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা ।

থাকিবে চিরদিন, স্থদিপটে অঙ্কন,

সে সব বিলসিত লীলা ॥

কুশা-কেশিনীরূপে, রাজিলা যেহ দিন,

চারি হাতে বাদন ধরি ।

শঙ্খ-ডমরু-বীণা নিনাদনে নাচিলে

ত্রিভুবন-চেতন হরি ॥

জ্বব হ’ল বাসব, দেবী অমর সব,

আজ্বব বিধিহ্মষিকেশ ।

বিংসরিতে নারিব সেহ দিন কাহিনী,

যে কাল রবে চিতলেশ ॥

“রে সতি অরে সতি,” কান্দিল পশুপতি,

পাগল শিব প্রমথেশ ॥

সেহ যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি

ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে ।

কি হেতু তেয়গিলি, কেনই সমাপিলি,

সে সাধ এত দিন পরে ॥

“রে সতি রে সতি,” কান্দিল পশুপতি,

পাগল শিব প্রমথেশ ।

যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,

তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

## নারদের গান

ধীরললিত ত্রিপদী

আনন্দধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি,  
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে ।

প্রবেশিলা হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,  
বিচেত বিভূগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে ॥—

“কেবা হেন মতিমান, কে ধরে সেই জ্ঞান,  
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে ।

অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্ভাঙ্গ,  
উদ্ভব কোথা হ’তে, কি হইবে চরমে ?

হর হরি ব্রহ্মন্ সচেতন জীবগণ,  
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে ?



মানস কিরূপ ধন,                      জড়েরই কি বিশেষণ,  
 জড় সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমেনে ?  
 সুখ কি জীবিতমানে ?                      কিবা অথ নির্বাহে ?  
 কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা ?  
 অশুভ সৃজন কার ?                      নিরমল বিধাতার  
 মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা ?  
 ক্ষিতি অপ্ তেজ নভঃ,                      ভিন্ন কি, একি সব ?  
 পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা ?  
 সে তত্ত্ব-নিরূপণ                      করিবারে কোন জন,  
 সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা ?  
 গাও বীণা হরিগান,                      ছলভ যেই জ্ঞান,  
 নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে ।  
 প্রকাশ মন-সুখে                      হরিনাম লিখি বৃকে,  
 যে জ্ঞানে জীবলোক প্রকটিত হরষে ॥  
 জগত কি সুখধাম,                      মধুর কি বিভূনাম,  
 গাও রে প্রেমভরে মনোহর বাদনে ।  
 বন্ধার বন্ধার,                      উল্লাসে বল আর,  
 আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে ।  
 ধরম ধরমপর                      আপন ক্রিয়া কর,  
 সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে ।  
 মোক্ষদ সার বাণী                      শুনা রে জাগায়ে প্রাণী,  
 সূক্ষরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে ॥  
 ত্রিগুণে যে গুণময়                      যা হ'তে এ সমুদয়  
 উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে ।  
 দিবানিশি নাহি আন,                      সপ্তমে তুলি তান,  
 নারদ-মনোমত ধ্বনি, বীণা, বাজা রে ॥”

# নারদের বীণাবাদন

ভজপদী পরারঃ

আনন্দগদগদ নারদ মাতিল ।  
তন্ত্রী তুলিয়া, তার্ মার্জিত করিল ॥  
মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্কুরণে ।  
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে ॥  
রুণু রুণু নিকুণ কোমলে মিলিয়া ।  
ক্রমে গুরু গর্জন সপ্তমে ছুটিয়া ॥  
মিশ্রিত নানা সুরে কভু উত্তরোল ।  
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল ॥  
চেতন আজি যেন ঋষিবর-হাতে ।  
বীণা ভাষিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে ॥  
রাগরাগিনী যত জাগ্রত হইল ।  
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাজিল ॥  
এহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে ।  
রোধিল নিজগতি সঙ্গীত-শ্রবণে ॥  
সুরলোক মোহিত, মোহন, কুহকে ।  
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান্ পুলকে ॥  
কৈলাসতামস বিরহিত নিমিষে ।  
মধুসূতু ভাতিল মনের হরিষে ॥  
আনন্দে, তরুকুল মঞ্জরি হাসিল ।  
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল ॥  
শিবশিবাধাহন বুধভ কেশরী ।  
চঞ্চল-চিত উঠে হরষেতে শিহরি ॥  
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া ।  
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া ॥

“বববম্” শব্দ নিনাদি সদানন্দ ।  
 মেলিলা ত্রিলোচন য়্হ য়্হ মন্দ ॥  
 নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে ।  
 বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে ॥  
 সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান ।  
 ভোর হইলা ভোলা শুনে বীণাগান ॥

## শিবনারদ-সংবাদ

লতিকাপদী

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ  
 নারদ-সঙ্গীত শ্রবণে ।  
 ঈষৎ হাসিতে অধর-মণ্ডিত  
 কহেন সুধীর বচনে ॥—  
 “অহে ভক্তিমান্ আস্তিবিলাসে  
 শিবেরো প্রমাদঘটনা ।  
 অনাচারুপিণী ভবপ্রসবিনী  
 সতীরে মানবীভাবনা ।  
 আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যখন  
 না জানি তখন ভুবনে,  
 ভালবাসাময় জগত নিখিলে  
 যমব্যথা কত জীবনে ।  
 মমতা মায়াতে জগতের লীলা  
 খেলিছে আপনা আপনি ।  
 মুমতা মায়াতে সকলি সুন্দর,  
 পশু পক্ষী নর অবনী ॥  
 জীবনে জীবন এ ডোরবন্ধন,  
 যদি না থাকিত জগতে ।  
 বিধু বিভাকর সকলি আঁধার  
 হইত অসার মরতে ॥

বুঝে তথ্য সার কুহকের হার  
 নারায়ণ জীবপালনে,  
 রচেন কোশলে সোণার শিকলে  
 পরাণী বাঁধিতে বন্ধনে—  
 শুন হে নারদ, সে প্রমাদ নাই  
 তোমার গভীর বাদনে ।  
 চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার  
 নিরখিতে পাই নয়নে ॥  
 পরমাপ্রকৃতি পরমাণু-মূল  
 কারণকলাপমালিনী ।  
 চেতনা ভাবনা মমতা কামনা  
 নিখিল অঙ্কুররূপিণী ॥  
 নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী  
 ব্রহ্মাণ্ড জড়ায় বপুতে ।  
 ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা  
 নিবিড় রহস্যমধুতে ॥”  
 বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত  
 জটা হ’তে দিলা খুলিয়া ।  
 বববম্-ধ্বনি উঠিল তখনি  
 কৈলাস-আকাশ পুরিয়া ॥  
 হেরি মহাদেবে এহেন প্রকৃতি  
 নারদ চকিত মানসে ।  
 জিজ্ঞাসিলা হরে কি মূরতি ধ’রে  
 দক্ষসুতা এবে নিবসে ॥  
 “হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর  
 কৃপাতে কহ গো তনয়ে ।  
 দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা  
 উদিয়া কিবা সে আলয়ে ।  
 জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ,  
 না পশি কখনও জঠরে ।

ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ,  
 জননী কভু না আদরে ॥  
 সে ক্ষোভ আমার ছিল না, দেবেশ,  
 দাক্ষায়ণীস্নেহ-সুধাতে ।  
 জননী পেয়েছি যখনি কেঁদেছি  
 প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে !  
 কহ, ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি  
 দরশন পুনঃ লভিব ।  
 সে রাঙা চরণ, মনের মতন,  
 সাধনে আবার পূজিব ॥”  
 নারদে কাতর হেরি কন হর  
 “অধীর হইও না ঋষি ।  
 দেখিবে এখনি মহামায়াকায়া-  
 ছায়া আছে বিখে মিশি ॥  
 বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ,  
 দেখিবে এখনি নিমিষে ।  
 বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা  
 খেলেন আপন হরিষে ॥  
 দেখিবে এখনি অনাট্য মূরতি  
 অপার আনন্দে মাতিয়া ।  
 বিষ্টারূপ দশ ভুবন পরশ  
 করেছে আকাশ জুড়িয়া ॥  
 মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়  
 সে রূপ দেখিবে নয়নে ।  
 এই ভবলীলা যেবা ঘিরিচিলা  
 দেখিবে সে আদি কারণে ॥”

# শিবকর্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত

ত্রিগদী পয়ার\*

মহাদেব মহাবেশ	ক্ষণকালে ধরিল ।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ	পরকাশ করিল ॥
বিদারিত রসাতল	পদযুগে ঠেকিল ।
ঘোর ঘটা ভীম জটা	আকাশেতে উঠিল ॥
ছড়াইল জটাজাল	দিকে দিকে ছুটিয়া ।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা	ভানুকরে ফুটিয়া ॥
হিমময় ধবলের	গিরি যেন উঠেছে ।
শূন্য পুরী শিরে করি	বিশ্ব 'পরে ধরেছে ॥
মৌলিদেবে কলকল	তরঙ্গিনী জাহুবী ।
ঝরিতেছে ঝরঝর	শতধারা প্রসবি ॥
শশিখণ্ড ধ্বক্ধ্বক্	জ্বলিতেছে কপালে ।
ত্বিনয়নে তিন ভানু	জলে যেন সকালে ॥
ব্রহ্ম-অণু যেন খণ্ড	মেরুদণ্ড পরিয়া ।
বিশ্বনাথ উর্দ্ধহাত	কৌতূহলে পুরিয়া ॥
ওঁকার তিন বার	উচ্চারিয়া হরষে ।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু	ধীরে ধীরে পরশে ॥
স্বাসরোধ করি ভীম	শুধিলেন অচিরে ।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল	মহাকাল-শরীরে ॥
একে একে জগতের	আভরণ খসিল ।
চন্দ্র তারা রশ্মি মেঘ	অত্র সনে ডুবিল ॥

\* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ ; প্রথম দুই পদের আট অক্ষরের পর মধ্য বর্তি  
এবং শেষ পদের সর্বশেষে পূর্ণ বর্তি । শেষ পদ কিছু ক্রত উচ্চারিত ।

গিরি নদ পারাবার  
অমুক্ণ অদর্শন

ছিল যত ভুবনে ।  
মহাদেব-শোষণে ॥

স্বর্গপুরি রসাতল  
ধারাহারা বসুন্ধরা

হিমালয় ছুটিল ।  
শিব-অঙ্গে মিশিল ॥

ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে  
ঝড়ে যেন অরণ্যে

বিশ্বকায়া ধায় রে ।  
পল্লবেতে ছায় রে ॥

জগতের আবরণ  
দাঁড়াইলা মহাদেব

নিবারণ পলকে ।  
বিভাসিত পুলকে ॥

বিশ্বময় ঘোরতর  
শিবভালে প্রজলিত

অন্ধকার ঢাকিল ।  
হুতাশন জ্বলিল ॥

দাঁড়াইলা মহেশ্বর  
ধরিলেন বিশ্ববীজ-

করপুট পাতিয়া ।  
পরমাণু তুলিয়া ॥

গরাসিলা বীজমালা  
দাঁড়াইলা মহেশ্বর

গণ্ডেষেতে শুষিয়া ।  
হুহুকার ছাড়িয়া ॥

মহাকাশ পরকাশ  
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ

বিশ্বশূন্য ভুবনে !  
নীল অভ্রবরণে !

অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত  
ছড়াইয়া আছে যেন

পারদের মণ্ডলী ।  
দিক্চক্র উজ্জলি ।

ভবদেব বিশ্বকায়া  
কহিলেন নারদে

আবরণ খুলিয়া ।  
“হের দেখ চাহিয়া ॥”

ব্যোমকেশ-রূপ ত্যজি  
মহাঋষি চমকিত

মহাদেব বসিল ।  
পুলকেতে পুরিল ॥

## নারদের মহাকাশ দর্শন

কৃতললিত পয়ার ।\*

মহাঋষি নারদ	পুলকিত হরষে ।
অনিমেষ লোচনে	নিরখিছে অবশে ॥
চক্ররেখাতে ঘুরি	সারি সারি সাজিয়া ।
দশ দিকে শোভিতে	দশপুরি হাসিয়া ॥
পরতেক মণ্ডলে	মহারূপ-ধারিণী ।
লীলানিরত সতী	স্বরহর-ভামিনী ॥
চক্রজঠর-ভাগে	নীলবর্ণ আকাশে ।
শত শত সুন্দর	ব্যোমরথ বিকাশে ॥
খেলিছে কত দিকে	কতমত ক্রীড়নে ।
দামিনীলতা যেন	ঘনঘটা মিলনে ॥
চক্রগতিতে রেখা	গগনেতে পড়িছে ।
বক্র কিরণ ঋজু	কিরণেতে কাটিছে ॥
পূর্ণ বর্ষুলাকার	কভু ডিম্বশোভনা ।
সুন্দর নানাগতি	নানারেখা চালনা ॥
রুণু রুণু গুঞ্জন	রথগতি-স্বননে ।
কোটি নক্ষত্র যেন	বিহারিছে ভ্রমণে ॥

\* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ, প্রত্যেক চরণ কৃত পাঠ্য । (—)চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ  
উচ্চারণ এবং অকারান্ত শব্দের অন্তে দ্বিত 'অ' উচ্চারিত হইবে ।



অনন্ত পথে গতি

মঞ্জুল মনোহর

নিরখিলা নারদ

অশ্রু সুরয তারা

কিবা আলো উজ্জল

নরলোকে সে আলো

দিনমণি হেথা যায়

রাজিছে দশপুরি

পরানী কতই খেলে

মধুর কতই ধ্বনি

বায়ুপথে শিঞ্জিত

ভাসিত তারা শশী

নারদ ঋষিবর

“হে শিব, দাসানুজে

বাসনা মম, দেব,

মোহন মায়া ইহ

যুহু হাসি রঞ্জিল

বিচলিত কৈলাস

ধীরযুহুলগতি

মধ্য গগনভাগে

অনন্ত গণনা ।

ব্যোমযান খেলনা ॥

বিকলিত মানসে ।

সে গগন পরশে ॥

সেহ দশ ভুবনে ।

নাহি জানে স্বপনে ॥

সেথা তার রজনী ।

নিদ্রিয়া অবনী ॥

দশপুরি ভিতরে ।

জীবকণ্ঠে বিহরে ॥

প্রাণিগণ-ভাষাতে ।

মধুকণ্ঠধারাতে ॥

শঙ্করে কহিলা ।

কৃপা যদি করিলা ॥

কাছে গিয়া নেহারি ।

কে বা আছে বিধারি ॥”

মহাদেব-বদনে ।

যুহু যুহু চলনে ॥

কৈলাস চলিল ।

শিবপুরি বসিল ॥

দশ দিকে সুন্দর	দশপুরি রাজিত ।
কেন্দ্র নিমজ্জিত	কৈলাস স্থাপিত ॥
দেখিল ঋষিবর	অনিমেধ নয়নে ।
মূরতি অপরূপ	সেহ দর্শ ভুবনে ॥

## মহাশূন্যে দশ ব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দেশ

দীর্ঘ ললিতত্রিপদী

নিরখে নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে  
 নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত ।  
 রজনীতে তারকায়                      যেখানে গগনগায়  
 সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত ;  
 সেইখানে মনোহর,                      অভিনব শোভাধর,  
 নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত ।—  
 বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে ।  
 কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে ॥

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে ।  
 উদয় গগনগায়                      গুটিকত তারকায়  
 মানবকন্ঠ্যার রূপে যেইখানে থাকিত,  
 সে ভুবন বামদেশে                      ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে  
 উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্রে শোভিত ।—  
 কণ্ঠ্যারশি-কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে ।  
 তারারূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে ॥

৩

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল !  
 মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে  
 আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,  
 সেইখানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল !—  
 —  
 ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে ।  
 —  
 ষোড়শীকূপে বামা সে ভুবনে হাসিছে ॥

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ হেরে প্রমোদে !  
 বারিকুন্ত কাঁখে করি যেখানে গগনোপরি  
 তারকারূপিণী যত সখীগণে খেলিত ;  
 সেখানে সে রাশি নাই, ঘেরেছে তাহার ঠাই  
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত !—  
 —  
 অপরূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে ।  
 —  
 বামা ভুবনেশ্বরী-রূপ তাহে সেজেছে ॥

৫

নেহারে নিকটে তার নারদ উন্মনা রে !  
 বিচিত্র জগতকায়া, অনন্ত ধরেছে ছায়া,  
 ফুটেছে অনন্ত শোভা, কিবা তার তুলনা,  
 নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা !—  
 —  
 রাশি-চক্রেতে যেথা মকর ভাসিত ।  
 —  
 ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেখানে উদ্ভিত ॥

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—  
 সূদূর গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে,

মহাকায়া বিধারিয়া সেই মত বিধানে ।  
 মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে ।—  
 —  
 মিথুন ডুবেছে শূন্যে সে ভুবন-ছায়াতে ।  
 —  
 জগৎ তুলিছে বেগে ছিন্নমস্তা-মায়াতে ॥

৭

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়ানটনে ।  
 নিরখে ভুবন আর, ঘোরতর রূপ তার,  
 তারার কর্কটশোভা ছিল যেথা গগনে,  
 সেখানে সে রাশি নাই মহামায়ানটনে ।—  
 —  
 সেই ঠাই এক্ষণ সেই রাশি ডুবেছে ।  
 —  
 ধূমাবতী-রূপিণী সে ভুবনে বসেছে ॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে,  
 নেহারিতে মনোহর, সে মহাগগন'পর,  
 সুন্দর শোভাযুত মণ্ডল বলসে,  
 মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে ।—  
 —  
 রাশিচক্রেতে বৃষ যেইখানে থাকিত ।  
 —  
 ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত ॥

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,  
 বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায়া কাছে তার বিহারে ।  
 কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,  
 মহাশূন্য বিভাসিত সে ভুবন আকারে ।  
 মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে ॥—

মাতঙ্গী-ভুবন এবে সে আকাশে ফুটেছে ।

—  
মীনরাশি মজ্জিত কোন্‌খানে ডুবেছে !

30

—  
নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে

—  
মণ্ডিত-কির-খির মঞ্জুল গগনে !—

নিরখিলা নারদ,                      কৌতুকে গদগদ,

রমপুরী রঞ্জিত সুন্দর বরণে,

—  
নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে !—

শ্বেত বারণ বারি চারি কুন্তে ঢালিছে ।

কমলাঙ্ঘিকাবিশ্ব মহাশূন্যে শোভিছে ॥

# शिवनामप्रवर्त।

## মলিত পদ্মারঃ

নারদ কাতর হেরি আত্মশক্তি-রজ্জিমা ।

শিবে ক'নু, এ কি দেব, কিবা দেখি মহিমা ॥

তত্ত্বচিন্তা করি ফিরি ভবপুরী ভিতরে ।

না দেখিছু হেন রূপ কোনও ঠাই বিহরে ॥

এ কি মায়া মহামায়া জড়াইলা জগতে ।

এ দশ ভুবন মাঝে লহ, দেব, ভকতে ॥

কুতূহলে বিকলিত পরাণ উত্তলা ।

হেরিব নিকটে গিয়া অনাত্মা যজ্ঞলা ॥

শুনি শিব ক'নু, ঋষি, নিকটে না যাও রে ।  
 কৌতুক-বিলাস-বেগ এখানে জুড়াও রে ॥  
 বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থবাসনা ।  
 সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিন্তে কামনা ॥  
 নারিবে হেরিতে সর্ব হেরিবে যা সেখানে ।  
 মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সঙ্কানে ॥  
 ভয়ঙ্করী মায়ালালা অসহ সে সহনে ।  
 বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে ॥  
 সে রহস্য নিরখিতে নিকটে না যাও ।  
 এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও ॥

নারদ ।—পাব না কি সতীনাথ, সংস্করণা হেরিতে ?  
 ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে ?  
 হে হর শঙ্কর, পুরিল না বাসনা ।  
 নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম-যাপনা ।

শিব ।—হবে না হবে না, ঋষি, বৃথা তব সাধনা ।  
 ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পারে দিতে বেদনা ?  
 ভবকেন্দ্র এই স্থান জানিও রে গেলানী ।  
 দিবাসক্যা এইখানে সদা প্রাণি-মেলানি ॥  
 মহাবিঘ্না-দশপুরী না করি' প্রবেশ ।  
 জগতের জটিলতা বুঝহ বিশেষ ॥

#### ললিত দীর্ঘত্রিংশী

নারদে আনন্দ তায়,                      দেখিল গগনগায়  
 আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে ।  
 বসন-ভূষণ-ছাঁদে                      মানব-নয়ন ধাঁধে,  
 বরণে অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে ।—  
 আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে ॥  
 পবনে উড়িছে বাস,                      কঠোর মধুর ভাষ,  
 কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,

হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে পড়েছে !—

আকাশ উজ্জল করি প্রাণিগণ চলেছে ॥

নানা বন্ধে বাঁধা চুল,                      যেন বা শিরীষ ফুল,  
কিরণে কাহারও কেশ বিথারিয়া পড়েছে ॥  
বিবিধ-বরণ প্রাণী শূন্যপথে চলেছে !

তার মাঝে অগণন                      নিরখিলা তপোধন  
বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে,  
হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে ফুটেছে ॥

প্রতি জনে জনে তার                      ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,  
নানা পাশ নানা কাঁশে গলদেশে পরেছে ।  
বিবিধ শৃঙ্খলহার করপদ বেঁধেছে—  
কত প্রাণী-হেন রূপে বায়ুপথে চলেছে !

ঋষি ক'ন্, মহাদেব, এ কি দেখি যোজনা ।  
কারা এরা, কহ হেন, সহে এত যাতনা ॥  
এরূপে শৃঙ্খলে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো ।  
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরের রাখ গো ॥

জ্ঞানময় যত জীব, সদানন্দ কন্ ।  
সকল হইতে হুঃখী এই প্রাণিগণ ॥  
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা ।  
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ে বেদনা !  
আধ্‌ভাড়া সাধ যত পরাণে জড়ায় ।  
অসুখে কতই দুখে জীবনে খেয়ায় !  
দেবতুল্য বাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি ।  
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দন্ধমতি !—  
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,  
অসুখী পরাণী যত জগতী-ভিতরে রে !

দয়াময় ! হর তবে সেই সব বন্ধনৌ ।  
মানবের পীড়া যায় সদা দিবারজনৌ ॥





পলক না পড়ে                      স্থির নেত্রভারা  
 কণমাত্র শূন্যে দেখি ॥  
 বিশ্ব অন্ধকার                      দেখে তপোখন,  
 দৃষ্টিহারি চক্ষু দহে ।  
 ছরস্তু কিরণে                      কাতর নারদ,  
 অন্ধের যাতনা সহে !  
 বুঝি মহেশ্বর                      ইন্দ্ৰিতে তখন,  
 ললাট বিস্তার করি ।  
 সে বিষম তেজ                      রাখিলেন নিজ  
 ললাটলোচনে ধরি ॥  
 নিস্তেজ যখন,                      সে ঘোর কিরণ,  
 নারদে কহেন হর ।  
 “অই দেখ ঋষি                      অনাদিভুবনে  
 শক্তিলীলা নিরন্তর ॥”  
 অভয় হৃদয়ে                      হেরিলা নারদ  
 শিববরে চক্ষু লভি ।  
 দেখিলা শূন্যতে                      ছলিছে সঘনে  
 ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডচ্ছবি ॥  
 তাত্রবর্ণ যথা                      দিবাকর-কায়া  
 ডুবিলে রাহুর গ্রাসে ।  
 দেখিতে তেমতি                      সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড  
 অঙ্গে আভা পরকাশে ॥  
 রুধিরের ধারা                      চারি ধারে বহে,  
 বসুধারা যেন ধায় ।  
 সে ঘোর জগৎ                      জীবে নিরখিলে  
 হৃদয় শুখায়ে যায় ॥  
 বহিছে উচ্ছ্বাস,                      সে জগত পুরি,  
 অস্থর বিদার করি ।  
 প্রলয়ের ঝড়                      বহে যেন দূরে  
 অরণ্য নিখাসে ভরি ।

কিম্বা যেন হয়                      লক্ষ  
 পুরিয়া শোকের তানে—  
 ভেমতি প্রচণ্ড                      দারুণ উচ্ছ্বাস  
 নিনাদে ঋষির কাণে !  
 দয়াময় ঋষি                      নিদারুণ ধ্বনি  
 শ্রবণে বিষাদ প্রাণে ।  
 মূর্ছাগত হয়ে                      পড়ে শিবপদে  
 জীববৃন্দ-শোকগানে !  
 চেতন পাইয়া                      চেতন-আনন্দ  
 শিববরে পুনর্ব্বার ।  
 নয়নে গলিত                      দর অশ্রুধারা,  
 হৃদয়ে বেদনাভার ॥  
 নিরানন্দ চিতে                      সদানন্দ ঋষি  
 কহেন কাতর মন ।  
 “হে শিব শঙ্কর                      জীবে দয়া কর  
 নিবার ভবক্রন্দন ॥  
 জীবদেহ ধরি                      জীবের ক্রন্দনে  
 হৃদয়ে বেদনা পাই ।  
 না কাঁদে পরাণী                      ত্রিলোক ভিতরে  
 নাহি কি এমন ঠাই ?  
 তুমি আশুতোষ,                      তব ভক্ত আমি,  
 গৃঢ় তত্ত্ব নাহি জানি ।  
 জীবহুঃখে, দেব,                      রোগ কিম্বা শোকে,  
 নিয়ত কাঁদে পরাণী ॥  
 নারদের ঠাই                      ত্রিভুবনে তাই  
 কোনও খানে নাহি মিলে ।  
 বেড়াই ঘুরিয়া                      ত্রৈলোক্য ঘূড়িয়া  
 বিভূনাম করি নিখিলে ॥  
 জননী আমার                      সতী শুভঙ্করী  
 তুমি, দেব, পিতাসম ।

তবু কি কারণ                      এ দীন পরাণে  
 এরূপে আঘাতে যম ।”  
 শুনিয়া কাতর                      দেব-ঋষীশ্বর  
 মহেশ্বর ক’ন্ বাণী ।—  
 “শুন তপোধন                      না কাঁদে পরাণে  
 নাহিক এমন প্রাণী ॥  
 কিবা দেব নর,                      ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,  
 জীবদেহ ধরে যেই ।  
 যমের তাড়না,                      রিপুর যাতনা,  
 হৃদয়ে ধরে রে সেই ॥  
 জীবের জীবনে                      সে দৃঢ় বন্ধন  
 দেখিতে বাসনা যার ।  
 হৃদয়-বেদনা,                      সমূহ যাতনা,  
 পরাণে জাগিবে তার ॥  
 আত্মশক্তিবলে,                      যে নিয়ম চলে,  
 অনাদি যাহার মূল,  
 নিরখিবে যদি                      হের দশ রূপ,  
 ভবান্ধবে পাবে কূল ॥

## মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড

লক্ষুভদ্র পরার

মহাঋষি নিরখিলা                      কালিকার জগতী ।  
 মহাশূণ্ডে ঘুরিতেছে                      ভয়ঙ্কর মূর্তি ॥  
 দলমল্ টলটল্                      আপনার ভ্রমণে ।  
 ছলে যেন চক্রনেমি                      অতিক্রান্ত গমনে ॥  
 হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে                      নাহি ধরে কল্পনা ।  
 ধূমকেতু ভীমগতি                      নহে তার তুলনা ॥  
 আপনার বেগে স্থির                      মেরুদণ্ড উপরি ।  
 শ্রোতরূপে খেলে তাহে                      বেগধারা লহরী ॥

সচেতন অচেতন	যত আছে নিখিলে ।
কুমি কীট প্রাণিকায়	জনমে সে কল্লোলে ॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড়	জন্মে যত সেখানে ।
ঘোররূপা মহাকালী	প্রাসে মুখব্যাদানে ॥
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ	বেগধারা বিহারে ।
করালবদনা কালী	নৃত্য করে ছুস্বারে ॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে	বিশ্বকায় ফিরিল ।
বিভীষণ চিত্র এক	নেত্রপথে ধরিল ॥—
অস্ত্রহীন হিমরাশি	হিমালয় আকারে,
ধবলের চূড়া যেন	ধূধু করে তুষারে ।
নিরখিলা মহাঋষি	বিধারিত নয়নে ।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি	হিম দহে দহনে ॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি	চণ্ডমূর্তি ধরিয়া ।
ভীম শব্দে পড়িতেছে	মহাশূন্যে থসিয়া ॥
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন	কালান্তের নিনাদে ।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ-	পুরী কাঁপে শব্দে ॥
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর	মহাকাশে ছুটিল ।
দশ দিকে দশ বিশ্ব	ঘন ঘন ছলিল ॥

কৃত ঘনপদীচ্ছন্দঃ\*

—	—
নারদ ঋষিবর	কম্পিত থরথর
—	—
—	—
বিশ্ব-বিদারণ ছুস্বার অবগে ।	
—	—
মানস বিচলিত	নেত্র বিকাশিত
—	—
সংযুত ক্রুতিপথ নিরখিলা গগনে ॥	

\* ( — ) এইরূপ চিহ্নিত হানে দীর্ঘ উচ্চারণ, এবং পদের অন্তে হিত 'অ' লগ্ন উচ্চারণিত হইবে ।

নিরখিলা অস্থরে                      অশ্রু মূরতি ধরে

চণ্ডিকা-মহাপুরী পুনরপি ফিরিল ।

পুনরপি হুঃসহ                      দৃশ্য ভয়াবহ

শক্তি-কেলিক্রম প্রকটিত করিল ॥

দেখিল স্রোতময়,                      খেলিছে বীচিচয়,

শোণিত-অর্ণব কলকল ডাকিছে ।

শুক্ল শব্দ শাখ                      মুখব্যাদান ফাঁক

রক্তজলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে ॥

পন্নগ স্তম্ভীষণ                      ফটা-প্রসারণ

উৎকট-গর্জন তরঙ্গে ছলিছে ।

কৃষ্ণ কমঠীকূট                      উন্মিতে লটপট

লোহিততৃষাতুর সংপুট খুলিছে ॥

শ্বাপদ হৃদি ক্রুর                      শাদ্দুল কুকুর

লোলরসনা তুলি সিন্ধুতে ভাসিছে ।

উদ্ভিজ্জগণও তাহে                      স্বদেহ অবগাহে

রক্ত-পিপাসু হয়ে শোণিত গুষিছে ॥

অ-চিন্ত্য লীলা সেহ,                      না বুঝে মানব কেহ,

আত্ম প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে ।

‘সংহার’—‘সংহার’      ভিন্ন নাহিক আর,

—      —      —  
রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে আসিছে ॥

### ললিত পয়ার

দয়ার্জচিত ঋষি	মহাদেবে কহিলা ।—
“এ কি দেব-ঈশ্বর,	মা আমার মহিলা ॥
উৎকট ইহ লীলা	তাঁহারে কি সম্ভবে ?
সতী কি অশিব, শিব,	আছিলেন এ ভবে ?
জীবহুঃখ তবে কি গো	অনাচারি রচনা ?
অদম্য তবে কি, দেব,	পরাণীর যাতনা ?
জগৎ-সৃজন-লীলা	হুঃখ দিতে প্রাণীরে ।
না জানি কি ধর্ম তবে	ধর দেবশরীরে ।
এ চণ্ড বিদ্যুত-ছাতি	কেন দিয়ে পরাণে,
কাঁদাইছ জীবলোক	মায়াডোর বন্ধনে ?
তদ্বাতঙ্ক নাহি বুঝি	তব ভক্ত, ঈশ্বর,
না বুঝি তোমার, দেব,	কি কঠোর অন্তর ॥
ভক্তগণে দিয়ে ক্লেশ	নিজে কর ভঙ্গিমা ।
না জানি জগদ্বন্ধু,	এ কি তব মহিমা !”
স্বরহর শঙ্কর	কহিলেন নারদে ।—
“সর্বহুঃখ দমনায়	মুক্তি আছে বিপদে ॥
জানিবি রে নিরখিবি	যবে অশ্রু ভুবনে ।
বিরাজিতা সতী যাহে	জীবহুঃখ-হরণে ॥”

### ললিত ত্রিপদী

হেন কালে সুবিচল	মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে—	
বিখণ্ডিত নরদেহ	পড়ে পচা শব সহ,
কধিরে মুষলধারা, ধারা যেন প্রাবণে ।	

জনমিছে পুহু তায়                      পশু-পক্ষী-নর-কায়,  
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে ।

জীবন-ধারণ হেতু                      ভবের কলঙ্কেতু  
কাহারও নাসিকা নাই, কারও মুণ্ড ঝুলিছে ।

কেহ নিজ মুণ্ড কাটে,                      জীয়ে পুহু রক্ত চাটে,  
শাকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া ।

অস্থি ঝরিছে অঙ্গে,                      মাংস ঝরিছে সঙ্গে,  
কাঁদে জীব উচ্চ নাদে তারা নাম ডাকিয়া ॥

কালীর সঙ্গিনী সঙ্গে                      ছুটিছে তাদের সঙ্গে  
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা ।  
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া                      করে করতালি দিয়া,  
ডাকিনী খাইছে কত—স্বকণী রক্তমা ।

জগতে যতেক মন্দ                      চলেছে ডাকিনীবৃন্দ,  
ললাটের ঘোর ছটা উৎকট ছুটিছে,  
রুধিরবদনা বামা                      ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা,  
বহি বরুণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে ;

জড় প্রকৃতির ছলে                      শবদেহ পদতলে—  
বৃক্ষমালিনী কালী হুহুকারি নাচিছে ।  
সংহার নিরূপণ                      রদনেতে বিদারণ  
শিশুকর কড়মড়ি চৰ্ব্বণে গিলিছে ।

### মতিকাপদী

সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ মন  
কহেন তখন শঙ্করে ।  
দেব আগুতোষ, নিবার এ লীলা,  
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে ॥  
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,  
দেখাও আমারে জননী ।

যিনি সতীরূপে সংসারপালিকা  
সর্বজীবদুঃখহারিণী ॥

না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান,  
ভূতেশ কহেন নারদে ।  
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,  
মোচন আছে রে আপদে ॥

কলা মাত্র তার হেরিলা নয়নে,  
অনাচার আদিজগতে ।  
পূর্ণ সুখ ইহজগতভাণ্ডারে,  
দেখিতে পারি রে পশ্চাতে ॥

অছেতু বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,  
ক্রমে জীব পূর্ণকামনা ।  
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,  
এমনি বিধানে যোজনা ॥

পর পর পর এ দশ জগতে  
জীবের উন্নতি কেবলি ।  
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,  
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী ॥

শুনিয়া নারদ কহিলা শঙ্করে,  
নারিব হেরিতে নয়নে ।

প্রচণ্ড প্রভাত আত্মশক্তিলীলা  
নিগূঢ় ও সব ভুবনে ॥

কহ ক্ষেমধর, দাসে ক্ষমা করি,  
বচনে জুড়িয়ে পরাণী ।

কোন্ বিশ্ব-মাঝে কিবা রূপ ধরি  
ক্রৌড়াতে নিরতা ভবানী ॥

দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে,  
অস্থরে দেখ রে নেহারি ।



পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল  
 রয়েছে গগনে বিধারি ॥  
 ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা  
 জীবের নিস্তার-কারণে ।  
 হের ঋষি অই তারার ভুবন  
 উজলিছে কিবা গগনে ॥

## ২। তারামুত্তি

ধীর ঘনপলীকন

— — — — —  
 ভীমা লম্বোদরা — — — — —  
 ব্যাঘ্র-চন্দ্র পরা,  
 — — — — —  
 খর্ব্ব আকৃতি বামা নুমুণ্ডমালিনী ।  
 — — — — —  
 জটা-বিভূষণ — — — — —  
 পিঙ্গল-বরণা—  
 — — — — —  
 জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥  
 — — — — —  
 খড়্গা কর্ত্তরী করে — — — — —  
 কপাল উৎপল ধরে,  
 — — — — —  
 রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে ।  
 — — — — —  
 অলস্ত চিতামাঝে — — — — —  
 পদ্মে দ্বিপদ সাজে,  
 — — — — —  
 লোল-রসনা বামা ঘোর হাসি বদনে ॥—  
 — — — — —  
 জ্ঞানের অক্ষুর ধরি — — — — —  
 জীবহৃদয় ভরি  
 — — — — —  
 বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে ॥

## ৩। ঘোড়শী

— — — — —  
 নেহার তাঁর পাশে — — — — —  
 কি জ্যোতি দেহে ভাসে,  
 — — — — —  
 শ্বেতবরণ বামা পূর্ণকলা কামিনী ।

— — — — —  
 প্রেমসংগারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে  
 — — — — —  
 এখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিনী ॥

#### ৪ । ভুবনেশ্বরী

— — — — —  
 তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর  
 — — — — —  
 ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে ।  
 — — — — —  
 পীনস্তনী বামা প্রফুল্লা ত্রিনয়না  
 — — — — —  
 প্রভাত-আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি করীটে ॥  
 — — — — —  
 অঙ্কুশাভয়বর পাশ-সজ্জিত কর  
 — — — — —  
 সর্ব-মঙ্গলা সতী জীব-দুঃখ বিনাশে ।  
 — — — — —  
 সদা সুহাস্ত্যযুতা এখানে বিরাজিতা—  
 — — — — —  
 স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে ॥

#### ৫ । ভৈরবীমূর্তি

— — — — —  
 তার উপর আর নেহার ঋষিবর  
 — — — — —  
 কিবা শোভা সুন্দর ভৈরবী ভুবনে ।  
 — — — — —  
 মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,  
 — — — — —  
 রক্ত-লেপিত স্তন, বৃত্তা রক্তবসনে ॥  
 — — — — —  
 জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীব-উদ্ধার-কর্তা—  
 — — — — —  
 সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী ।

রত্ন কিরীটময়

চন্দ্র উদয় হয়

ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিনী ॥

### ৬। মাতঙ্গীমূর্তি

সুচারু মন-হর

হের নিকটে তার

অশ্রু ভুবন কিবা দোহল্য গগনে—

বীণা বাজিছে করে

বাদনে ধরে ধরে

কুস্তুল দলমল সুন্দর বদনে ॥

কলহংস শোভা সম

শ্বেত মালা নিরুপম,

শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা ছুই করে পরেছে ।

প্রীতি তুলি ভবতলে

সর্ব-জীব-দুঃখ দলে

মাতঙ্গীর রূপ সতী পদ্যদলে বসেছে ॥

### ৭। ধুমাবতী

কাছে তার্ দলমল

যে ভুবন উজ্জল

আরও সুনির্মল জিনি অশ্রু ভুবনে—

দীর্ঘা, বিরলরদ,

শুভ্রবরণ চ্ছদ,

কুটিলনয়না বামা ধুমাবতী ধরণে ॥

লম্বিত-পয়োধরা

ক্ষুৎপিপাসাতুরা

বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে ।

অম-কাস্ত প্রাণিক্লেণ      ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ  
 বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে ।  
 বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা      হস্তে স্থাপিত কুলা,  
 রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে ॥

৮-৯ । বগলা ও ছিন্নমস্তা

জীব নিস্তারে সতী      ঐ হের চিন্তাবতী  
 দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে ।  
 হের আর উর্দ্ধদেশে      মদনোন্মত্তার বেশে  
 ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে ॥  
 বিকট উৎকট ফুর্তি      বিপরীতরতিমূর্তি  
 জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া ।  
 আপনার ঘৃণাকর      নগ্নবেশ ঘোরতর  
 বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষ্কিয়া ॥

১০ । মহালক্ষ্মী

নেহার তারপরি,      শোভে কমলার পুরী,  
 রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে ।  
 কিবা বেশ স্তমোহন,      লীলারসে নিমগন,  
 পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব শেষ ভুবনে ॥

— স্ববর্ণবরণোত্তম — কটিতে পিঙ্কন কোম,  
— স্বর্ণ ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে ।  
— পদ্মাসনা, করে পদ্ম, — সতী সর্ব সুখসদ্য,  
— — — — —  
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব হুঃখ হরিছে ॥

ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী

আনন্দে হৃদয় ভরি, দেবঋষি বীণা ধরি,  
তারে তার মিলাইয়া বাক্যার তুলিল ।  
নিবিড় রহস্যমুখা পানে জুড়াইয়ে ক্ষুধা,  
মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিল ॥  
ছুটিল বীণার স্বর, ছুটে যেন নির্ঝর,  
হৃদয় প্রাবন করি সুগভীর বাদনে ।  
“প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা ?”—  
মহাঋষি গাইলেন বিকলিত বচনে ॥  
“জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়  
জীবহুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভঞ্জে ।  
এই কথা বুঝে সার আনন্দে নিনাদ তার  
সত্যপথে রাখি মন অনাচার স্বরণে ॥  
লিখি বৃকে মোক্ষ নাম পূরা, জীব, মনস্কাম,  
‘নিখিল নিস্তার পাবে’ শিব কৈলা আপনি ।  
লক্ষ্য করি তারি পথ চালা নিত্য মনোরথ  
জীবজন্মে ভয় কি রে ?—জগদম্বা জননী !  
ডাক্ বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্ রে আনন্দভরে  
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে ।  
সকলের মূলধার সকল মঙ্গলসার,  
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে ॥  
জড় জীব দেহ মন ষাঁ হইতে প্রকটন,  
অমুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে ।

পাই যেন পুনরায়                      পূজিতে সে রাঙা পায়  
জগৎ মধুর করি তারানাম শুনা রে ॥”

#### ভজপদী পরার

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল ।  
বিদৌর্ণ রসাতলে পদতল পশিল ॥  
ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে ।  
ধূজ্জটি-জটাজুট পুহু ছুটে গগনে ॥  
চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইল চকিতে ।  
অস্থরে বায়ু মেঘ ছড়াইল স্বরিতে ॥  
উজ্জল দিনমণি পুহু পেয়ে কিরণে ।  
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে ॥  
পুহু সে দ্বাদশ রাশি নিজ নিজ আলয়ে ।  
মনোহর বেশ ধরে জগতের উদয়ে ।  
ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে ।  
ধরণী ধরিল শোভা সহস্র বদনে ॥  
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে ।  
ছুটিতে লাগিল পুহু স্রোতধারা তরসে ॥  
পতঙ্গ কীট পশু পুহু পেয়ে চেতনে ।  
গুঞ্জিল চিতস্থখে প্রকটিত জীবনে ॥  
মিলাইল দশ রূপ, উমারূপ ধরিল ।  
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥  
হাসিল কৈলাসপুরী উমা হেরি নয়নে ।  
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে ॥  
‘বববম্, বববম্’ ধ্বনি শিব ধরিল ।  
মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পূজিল ॥



নূতন প্রকাশিত হইল  
**বলেদ্র-গ্রন্থাবলী**

বলেদ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য সাড়ে বারো টাকা।

সাহিত্যরশ্মীদের গ্রন্থাবলী

**বঙ্কিমচন্দ্র**

উপভাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা  
আট খণ্ডে ছদ্মস্ত বাধাই। মূল্য ৬০/-

**মধুসূদন**

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা  
ছদ্মস্ত বাধাই। মূল্য ১৮/-

**ভারতচন্দ্র**

অন্নদীমঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা  
রেখিনে বাধানো ১০/- কাগজের মলাট ৮/-

**দীনবন্ধু**

নাটক, প্রহসন, গল্প-পদ্য ছই খণ্ডে  
ছদ্মস্ত বাধাই। মূল্য ১৮/-

**দ্বিজেন্দ্রলাল**

কবিতা, গান, হাসির গান  
মূল্য ১০/-

**রামেন্দ্রসুন্দর**

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে  
মূল্য ৪৭/-

**পাঁচকড়ি**

অধুনা-ছদ্মাপ্য পত্রিকা ছইতে নির্বাচিত  
সংগ্রহ। ছই খণ্ডে। মূল্য ১২/-

**শরৎকুমারী**

‘শুভবিবাহ’ ও অজ্ঞান  
সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬।০

**রামমোহন**

সমগ্র বাংলা রচনাবলী। রেখিনে বাধাই। মূল্য ১৬।০

সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার মারকুলার রোড

কলিকাতা-৬